জানা অজানা

গুগল ম্যাপে লাইভ ট্রাফিক

অফিসে গুরুত্বপূর্ণ একটা মিটিং আছে, একটু সকাল সকাল বাসা থেকে বের হতে হবে। এই সময়টায় রাস্তায় বেশ যানজট থাকে, তাই ভাবলাম ফোনে গুগল ম্যাপটা একটু দেখে নিই। অফিসের ঠিকানা দিয়ে দিক নির্দেশনা চাইতেই গুগল ম্যাপ জানাল, প্রতিদিন যে মহাসড়ক দিয়ে অফিসে যাই, সেখানে অনেক ভিড়, বাসা থেকে অফিসে পৌঁছাতে আধা ঘণ্টার জায়গায় লাগবে এক ঘণ্টার বেশি। গুগল ম্যাপ আরও জানিয়ে দিল, শহরের ভেতরের রাস্তা দিয়ে গেলে কিছুটা কম সময় লাগবে। সময়মতো অফিসে পৌঁছাতে না পারলে মিটিংয়ের গুরুটা ধরতে পারব না, তাই ভিড়ের রাস্তা এড়িয়ে গুগল ম্যাপসের পরামর্শ অনুযায়ী শহরের রাস্তা দিয়েই রওনা দিলাম। মহাসড়কের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি সেখানে গাড়ির পর গাড়ি, এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে; একটু পরই দেখি পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজিয়ে মহাসড়কের ধার ঘেঁষে ছুটে চলেছে। মনে হয় সামনে কোথাও গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটেছে, সে কারণেই এত ভিড়। গুগল ম্যাপসের নির্দেশনামতো ভেতরের রাস্তা দিয়ে অফিসে পৌঁছে গেলাম ৪০ মিনিটে কোনো ঝামেলা ছাড়াই, মিটিং শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই। অফিসের ব্রেক রুম থেকে এক কাপ কফি হাতে নিয়ে মিটিং রুমের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম, গুগল ম্যাপসটা না দেখে বের হলে আমি এখন আটকে থাকতাম মহাসড়কের ওই ট্রাফিক জ্যামে!

গত মাসে বাংলাদেশে গুগল ম্যাপস অ্যাপে এই লাইভ ট্রাফিক সেবা দেওয়া শুরু করেছে। যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনবহুল শহরে এই সেবা আগে থেকেই চালু ছিল। এই সেবা ভিড়ের সময় গন্তব্যে পৌঁছানোর অনিশ্চয়তা এখন অনেকটাই দূর করে দিয়েছে। মনে করুন আপনি গুগল ম্যাপ না দেখে আপনার প্রাত্যহিক আসা-যাওয়ার রাস্তা দিয়েই রওনা দিলেন। কিছু দূর গিয়ে আটকে গেলেন ট্রাফিক জ্যামে। আর কয়েক বছর আগে হলে আপনি গাড়িতে বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে যেতেন-কখন এই ট্রাফিক জ্যাম ছাড়বে, গন্তব্যে পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে! আর এখন আপনি থেমে থাকা গাড়িতে বসে আপনার স্মার্ট ফোনটি বের করে গুগল ম্যাপস খুললেই দেখতে পাবেন, সামনে কত দূর পর্যন্ত এই ভিড়, কী কারণে এই ভিড়। হয়তো সামনে একটি গাড়ির দুর্ঘটনা হয়েছে অথবা রাস্তার লেন বন্ধ করে কাজ চলছে। ম্যাপ আরও জানিয়ে দেবে আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে কতক্ষণ দেরি হবে।

কিন্তু রাস্তায় ট্রাফিকের তাৎক্ষণিক অবস্থা গুগল ম্যাপ আপনাকে জানাতে পারছে কীভাবে? পারছে আমার-আপনার মতো লাখ লাখ মানুষের কল্যাণে, যারা প্রতিদিন বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যার যার নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাচ্ছে। আমাদের প্রায় সবার হাতে এখন অ্যাপেল আইফোন বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে। আপনার সেই স্মার্ট ফোনে লোকেশন সার্ভিস বলে একটি ফিচার আছে, যা ফোনের বর্তমান অবস্থান (জিপিএস কো-অর্ডিনেট) নির্ধারণ করতে পারে। ফোনের গুগল ম্যাপস অ্যাপটি লোকেশন সার্ভিস ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত তার অবস্থান গুগল সার্ভারকে জানাচ্ছে। আপনার যাত্রাপথের অবস্থান সংক্রান্ত এই তথ্যগুলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে কত সময় লাগছে, তা নির্ধারণ করতে গুগলকে সাহায্য করছে। লাখ লাখ গুগল ম্যাপস ব্যবহারকারীর সম্মিলিত তথ্য দিয়ে গুগল রাস্তায় ট্রাফিকের বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করতে পারছে। যেমন রাস্তায় কত গাড়ি চলছে, গাড়িগুলো কত দ্রুত চলছে অথবা থেমে আছে কি না। কয়েক বছর ধরে গুগল দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাস্তার ট্রাফিকের যে তথ্য জোগাড় করেছে, তার ওপর ভিত্তি করে দিনের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দিষ্ট রাস্তায় সাধারণত কী ধরনের ট্রাফিক থাকে, তার একটি ইতিহাস তৈরি করেছে। এই ঐতিহাসিক তথ্য আর আপনার চলার পথে ট্রাফিকের বর্তমান অবস্থানের তথ্য ব্যবহার করে গুগল ম্যাপস আপনাকে জানাতে পারছে ওই রাস্তার সাধারণ ট্রাফিকের তুলনায় আপনি ধীরে না দ্রুত চলছেন এবং আপনার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাধারণত যে সময় লাগে, তার থেকে কত বেশি সময় লাগতে পারে।

গুগল ম্যাপস এখন আপনাকে রাস্তার সামনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা-ও জানাতে পারে। এর জন্য গুগল নির্ভর করে জনপ্রিয় নেভিগেশন অ্যাপ ওয়েজের (Waze) ওপর। গুগল কয়েক বছর আগে ওয়েজকে ১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে কিনে নিয়েছে। ওয়েজ ব্যবহারকারীরা গাড়ি চলার সময় কোনো ট্রাফিকজনিত ঘটনা বা দুর্ঘটনা দেখলে তা রিপোর্ট করতে পারে। গুগল স্থানীয় সড়ক পরিবহন সংস্থাগুলোর নেটওয়ার্ক থেকেও দুর্ঘটনার তথ্য নিয়ে থাকে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গুগল ম্যাপস আপনাকে রাস্তার ম্যাপের ওপর দুর্ঘটনার অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতে পারে।

গুগল ম্যাপ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সময়ের যে হিসাব দেয়, তা সব সময় সঠিক না-ও হতে পারে। হয়তো শুরুতে দেখাল যে ভিড়ের রাস্তায় লাগবে ৪৫ মিনিট, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে ধীরগতিতে চলতে চলতে দেখলেন সময় আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে, ১ মিনিট, ২ মিনিট করে যোগ হচ্ছে মূল হিসাবের সঙ্গে। গুগল ম্যাপস কতটা সঠিকভাবে ট্রাফিকের বর্তমান অবস্থা আপনাকে জানাতে পারে, তা নির্ভর করে তাৎক্ষণিক ট্রাফিকের কী পরিমাণ তথ্য তার কাছে আছে। যত বেশি গুগল ম্যাপ ব্যবহারকারী রাস্তায় থাকবে, তত বেশি তথ্য গুগলের কাছে পৌঁছাবে। আর ট্রাফিকজনিত ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য যত দ্রুত গুগলের কাছে পৌঁছাবে, গুগল ম্যাপ তত সঠিকভাবে ট্রাফিকের বর্তমান অবস্থা এবং গন্তব্যে পৌঁছানোর সময় নির্ধারণ করতে পারবে।

গুগল ম্যাপ এখন আমাদের প্রতিদিনের যাত্রাপথের সঙ্গী-ভিড় পুরোপুরি এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো হয়তো সব সময় সম্ভব হয় না, কিন্তু গন্তব্যে কখন পৌঁছাতে পারব, তার অনিশ্চয়তা নিয়ে ট্রাফিক জ্যামে আজ আর আমাদের বসে থাকতে হয় না।

গ্রেফতার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলে

লখনউ, ৯ অক্টোবর।। গ্রেফতার করা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিসকে। গত ৩ অক্টোবর লখিমপুর খিরিতে কৃষকদের পিষে খুনের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। শনিবার পুলিশের সামনে হাজিরা দেন আশিস। ১১ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। রাতে সাহারানপুরের ডিআইজি তথা তদন্ত কমিটির প্রধান উপেন্দ্র আগরওয়াল বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেরার সময় উনি সহযোগিতা করছিলেন না। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেননি। তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে।' তবে খুনে অভিযুক্ত একজন গ্রেফতার করতে প্রায় ছ"দিন কেন লাগলো, সে বিষয়ে কোনও উত্তর দেননি সাহারানপুরের ডিআইজি। গত ৩ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খিরিতে গাড়ির তলায় পিষে মৃত্যু হয় চার কৃষকের। মৃত্যু হয় দুই বিজেপি কর্মী, একজন সাংবাদিক এবং এক চালকেরও। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে আশিস সেই গাড়িতে ছিলেন। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাঁর ছেলে। বরং তাঁদের দাবি ছিল, ঘটনাস্থলে ছিলেন না আশিস। সেই ব্যাখ্যায় অবশ্য সন্তুষ্ট হননি কৃষক এবং বিরোধীরা। তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাঁর ছেলের গ্রেফতারির দাবি জানাতে থাকেন। শনিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে লখিমপুর খেরির ঘটনাকে 'পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেন ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের (বিকেইউ) মুখপাত্র রাকেশ টিকায়েত। সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতা যোগেন্দ্র যাদব বলেন, 'অজয় মিশ্রকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তিনিই ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন এবং অপরাধীদের রক্ষা করছেন।'

দেশজুড়ে রেল অবরোধের ডাক সংযুক্ত কিষান মোর্চার

লখনউ, ৯ অক্টোবর।। লখিমপুর খেরির ঘটনায় এখনও উত্তপ্ত গোটা দেশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের কীর্তিতে সরব বিরোধীরা। এই অবস্থায় এবার রেল অবরোধের ডাক দিল সংযুক্ত কিষান মোর্চা। সংগঠনের তরফ থেকে অন্যতম নেতা যোগেন্দ্র যাদবকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা টুইট করে জানিয়েছে, লখিমপুর খেরির ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ১৮ অক্টোবর রেল অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। গোটা ভারত জুড়েই রেল অবরোধ করবে সংযুক্ত কিষান মোর্চা। এখানেই শেষ নয়, এই হিংসার ঘটনার প্রতিবাদে ১৫ অক্টোবর গোটা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র কুশপুতুল পোড়াবে কৃষক সংগঠনগুলি। এদিকে, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

জঙ্গীদের আক্রমণে কাশ্মীরের স্কুল অধ্যক্ষ শহিদ হয়েছেন। এদিন, শ্রীনগরের করণনগরে সতীন্দার কাউর'র গুণমুগ্ধদের উপস্থিতিতে সৎকার্য সম্পন্ন হয়।

টিকার শংসাপত্রে মোদির ছবি বিতর্কে কেন্দ্রকে নোটিশ কেরল হাইকোর্টের

তিরুবনন্তপুরম, ৯ অক্টোবর।। করোনা টিকার শংসাপত্রে কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি থাকবে এই নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হল জাতীয় রাজনীতিতে। শংসাপত্র থেকে মোদির ছবি সরানোর প্রশ্নে শুক্রবার কেন্দ্রকে নোটিশ পাঠিয়ে অবস্থান জানতে চেয়েছে কেরল হাইকোর্ট। এর আগে বাংলায় গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে কোভিড টিকার শংসাপত্রে মোদির ছবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তৃণমূল। প্রচারের মাধ্যম হিসেবে টিকা-শংসাপত্রকে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলা হয়েছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। শংসাপত্রে প্রধানমন্ত্রীর ছবির পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছিল ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডে। সেই বিতর্কই আবাব ফিরে এল জাতীয় রাজনীতিতে। কেরল হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন কোট্টায়ামের বাসিন্দা এম পিটার নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বক্তব্য, এখন কেন্দ্র থেকে টিকার যে শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে, তা আসলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ করছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কেন্দ্র ও কেরলের রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে অবস্থান জানতে চেয়েছেন বিচারপতি পিবি সুরেশ কুমার। শুধু তাই নয়, আবেদনপত্রে আমেরিকা, ইজরায়েল, জার্মানি-সহ বিভিন্ন দেশের কোভিড শংসাপত্রের ছবি দিয়েছেন পিটার। তিনি জানান, ওই সব দেশে টিকার শংসাপত্রে কোনও রাষ্ট্রনেতার ছবি নেই। বরং, যারা টিকা নিতে আসছেন, তাদের কাজে লাগতে পারে এমন কিছু জরুরি তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে টিকা-শংসাপত্রে। পিটারের আইনজীবী অজিত জয়ের বক্তব্য, "টিকার শংসাপত্রে কেউ প্রধানমন্ত্রীর ছবি কেউ না-ই চাইতে পারেন। যে কোনও ব্যক্তির সেই অধিকার রয়েছে। গোটা বিষয়টিকে এমন ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যেন প্রধানমন্ত্রীই সব করছেন। মনে রাখতে হবে, প্রধানমন্ত্রী এখানে শুধুই তার দায়িত্ব পালন করছেন। আর কিছু না।" গত মার্চ মাসে বাংলায় নির্বাচনি নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরেও করোনা টিকার শংসাপত্রে মোদির ছবি ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। নিয়ম মাফিক ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার দিন থেকেই নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হয়ে যায়। তার পরেও বিজেপি-র প্রচারক মোদির ছবি-সহ করোনার শংসাপত্র বিলি করা হচ্ছে কেন, মূলত তা নিয়েই আপত্তি তুলেছিল জোড়াফুল শিবির।

আঁধার শঙ্কা দিল্লিতে!

দু'দিনের মধ্যে কয়লা না পেলে বন্ধ হতে পারে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর।। কয়লার ঘাটতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দু'দিনের মধ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কয়লা না পেলে পুরো অন্ধকারে ডুবে যাবে দিল্লি। শনিবার এমনই সতর্কবার্তা দিলেন দিল্লির বিদ্যুৎমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। তিনি বলেন, "ন্যূনতম এক মাসের কয়লা মজুত থাকা উচিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু দিল্লির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে কয়লার মজুত একেবারে তলানিতে পৌঁছেছে। এক দিনের মতো কয়লা মজুত রয়েছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে। এর মধ্যে যদি কয়লা সরবরাহ না করা হয়, তা হলে ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতি তৈরি হবে রাজধানীতে।" রাজধানী যাতে অন্ধকারে ডুবে না যায়, তাই দ্রুত কয়লা সরবরাহের আর্জি জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার। কোভিডের সময় অক্সিজেনের মতোই কয়লার সংকট তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন জৈন। তিনি বলেন, "বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি শুরু হয়েছে। সঙ্কট তৈরি করে সেই সমস্যা সমাধান করে প্রচার পাওয়ার একটা চেষ্টা চলছে।" জৈন জানিয়েছেন, শহরের বাইরে বাওয়ানায় গ্যাস পরিচালিত ১৩০০ মেগাওয়াটের তিনটি বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে না এই সংস্থাগুলি। ফলে বিদ্যুতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। তাঁর অভিযোগ, যদি কেন্দ্র এই বিষয়ে পদক্ষেপ না করে তা হলে আর দু'দিনের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার এনসিবি অফিসার

মুম্বাই, ৯ অক্টোবর।। চলন্ত ট্রেনে মহিলাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর সুপারিটেনেন্ডেন্ট র‍্যাঙ্কের অফিসার। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ এলাকায় ঘটেছে ঘটনাটি। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতেই এনসিবি অফিসারকে গ্রেফতার করেছে ঔরঙ্গাবাদ এলাকার রেল পুলিশ। শোনা গিয়েছে, অভিযুক্ত অফিসারের নাম দীনেশ চৌহান। বয়স ৩৫। তাঁর বিরুদ্ধে অশালীন আচরণ ও যৌন নিগ্রহের অভিযোগ এনেছেন ২৫ বছরের তরুণী। শোনা গিয়েছে, হায়দরাবাদ থেকে পুণের হাদপসরে যাচ্ছিলেন ওই তরুণী। একই কামরায় ছিলেন অভিযুক্ত। তিনি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিএসপি'র প্রতিষ্ঠাতার ১৫ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে লখনউ'র কার্শিরাম স্মারকে অসংখ্য কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিবিআই প্রধানকে মুম্বাই পুলিশের তলব

মুম্বাই, ৯ অক্টোবর।। সিবিআই প্রধান সুবোধ কুমার জয়সওয়ালকে সমন মুম্বাই পুলিশের। পুলিশ কর্মীদের বদলি সংক্রান্ত বিভাগীয় তথ্য ফাঁস কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার তাকে তলব করা হয়েছে। পুলিশের বদলি নিয়ে মহারাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য ফাঁসের ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ওই মামলায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক টানপোড়েন শুরু হয়েছে। বম্বে হাই কোর্টে এ নিয়ে মামলাও দায়ের হয়েছে। মুম্বাই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুবোধ কুমারকে ই-মেল মারফৎ সমন পাঠানো হয়েছে। সিবিআই-এর ডিরেক্টর হওয়ার আগে মহারাষ্ট্র পুলিশের সর্বময় কর্তা ছিলেন সুবোধ কুমার। সেই সময় ওই তথ্য ফাঁসের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। সেই কাণ্ডেই সিবিআই প্রধানকে তলব করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ১৯৮৫ ব্যাচের মহারাষ্ট্র ক্যাডারের আইপিএস আধিকারিক সুবোধ কুমার জয়সওয়াল গত মে মাসে সিবিআই-এর ডিরেক্টর পদে বসেন। ওই পদে তাঁর মেয়াদ ২ বছর।

বিজেপি কর্মী খুনে সিবিআইয়ের হাতে এগারো তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার

কলকাতা, ৯ অক্টোবর।। নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি এজেন্ট শেখ সুফিয়ানের জামাই-সহ ১১ তৃণমূল কর্মীকে গ্রেফতার করল সিবিআই। শনিবার সকলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে এই প্রথম এত জনকে একসঙ্গে গ্রেফতার করা হল। নন্দীগ্রামে ওই খুনের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল সুফিয়ানের বিরুদ্ধেও। তবে হলদিয়া মহকুমা আদালতে সিবিআই যে চার্জশিট জমা দিয়েছে তাতে সুফিয়ানের নাম নেই। ওই ঘটনাকে নৈতিক জয়' হিসাবেই দাবি করেছেন সুফিয়ান। যদিও ওই কাণ্ডে সিবিআই সুফিয়ানের জামাই শেখ হাবিবুলকে গ্রেফতার করেছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর পর নিহত হন নন্দীগ্রামের চিল্লোগ্রামের বিজেপি কর্মী দেবব্রত মাইতি। তাঁকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার তদন্ত শনিবার আচমকা নয়া মোড় নিল। হলদিয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১১ জনকে ডেকে পাঠায় সিবিআই। তাঁদের প্রথমে আটক করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এর পর তাঁদের গ্রেফতার করে হলদিয়া মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একঝাঁক তৃণমূলের নেতা-কর্মী রয়েছেন।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, শেখ সাহাউদ্দিন, শেখ বাইতুল ইসলাম, শেখ হাবিবুল, শেখ মুখতার রহমান, শেখ মহিদুল ইসলাম, হায়াতুল ইসলাম শেখ, শেখ আতুল রহমান, শেখ মুখতাদির, শেখ মুস্তাক রহমান, আব্দুল হাই শেখ এবং শেখ নাজিরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শেখ সাহাউদ্দিন কেন্দেমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী। শেখ বাইতুল ইসলাম নন্দীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী এবং শেখ হাবিবুল মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। এ ছাড়া হাবিবুল সুফিয়ানের জামাই।এই ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা নন্দীগ্রাম জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি-র অভিযোগ, গত ২ মে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর নন্দীগ্রামের কেন্দামারি-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় একদল উন্মত্ত তৃণমূলকর্মী। নিজের বাড়িতে হামলা চলাকালীন তা প্রতিহত করতে গিয়েই গুরুতর জখম হন চিল্লোগ্রামের বাসিন্দা দেবব্রত। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। দেবব্রত খুনের তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে। গত ৩০ আগস্ট দেবব্রত খুনের ঘটনায় সিবিআই একটি মামলা দায়ের করে। দিন কয়েক আগে ওই মামলায় হলদিয়া আদালতে চার্জশিটও জমা দেয় সিবিআই। সেখানে কেবলমাত্র তিন জনের নাম ছিল। ওই কাণ্ডে সুফিয়ানকেও জেরা করে সিবিআই। শনিবার নতুন করে ১১ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হলদিয়ায় ডেকে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই এই মামলায় আরও এক অভিযুক্ত জেল হেফাজতে রয়েছেন। যদিও আরও দুই অভিযুক্ত এখন জামিনে মুক্ত। সিবিআইয়ের এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন অভিযুক্তদের আইনজীবী বিমল কুমার মাজি। তাঁর বক্তব্য, "এই মামলায় ৩ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। এর পর ● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

খসখসে রুক্ষ চুল?

সমাধান করুন ৫ ঘরোয়া হেয়ার প্যাক দিয়ে

সঠিকভাবে যত্ন না নিলে অনেকের চুলই রুক্ষ হয়ে পড়ে। জেল্লা হারায়। ফলে কোনও হেয়ারস্টাইলই মানায় না সেরকম। এদিকে সামনেই পুজো। ভাবছেন নিশ্চয়ই এই লাস্ট মিনিটে কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন হারিয়ে যাওয়া চকচকে, মসৃণ ভাব। চলুন আপনার জন্য বেশ কয়েকটি ঘরোয়া টোটকা দিলাম আমরা। ক"দিনেই চুল হয়ে উঠবে মোলায়েম ও সতেজ।

১. আমন্ড অয়েল আর ডিম একটা কাঁচা ডিম ভেঙে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এবার তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মেশান। পুরো চুলে ভালো করে লাগিয়ে নিন। স্ক্যাল্পেও লাগান। এবার শাওয়ার ক্যাপ পরে নিন। ১৫-২০ মিনিট পরে চুলে শ্যাম্পু করে নিন।

২. চুল খুব রুক্ষ হয়ে পড়লে হেয়ার প্যাক তৈরি করে নিন কলা আর মধু দিয়ে। কলা ভালো করে চটকে নিন। খেয়াল রাখবেন কোথাও যাতে দলা পাকিয়ে না থাকে। এবার তার সঙ্গে মধু মেশান। তারপর তা পুরো চুলে লাগান। এই মিশ্রণ স্ক্যাল্পে লাগানোর প্রয়োজন নেই। ১৫-২০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন।

৩. টক দইয়ের সঙ্গে কারিপাতা বাটা মিশিয়ে নিন। হেয়ার মাস্কের মতো চুলের গোড়ায় আর চুলে মেখে কুড়ি মিনিট রাখুন তারপর শ্যাম্পু করে নিন। এতে চুল পড়া কমবে।

৪. দুটো পাকা কলা আর আধকাপ নারকেলের দুধ একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। এবার তা অল্প ভেজা চুলে লাগান, গোড়ায় মাসাজ করুন হালকা হাতে। ৩০ মিনিট পর শ্যাম্পু করে নিন।

৫. দু' টেবিল চামচ ফ্রেশ অ্যালোভেরা জুস, দু' টেবিল চামচ এক্সট্রা ভার্জিন নারকেল তেল আর এক চাচামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তার পর চুলের আগা থেকে গোড়া ভালো করে মাখিয়ে নিন। ১ ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করবেন।